যুগান্তর

তারিখ 14 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সমস্যা আছে, তবুও উজ্জ্বল রাজেন্দ্র কলেজ

তাসলিমা তামান্না

বৃহত্তর ফরিদপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজেন্দ্র কলেজ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৮। দীর্ঘদিন এখানে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক এবং পাস কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৭১-৭২ সালে কলেজটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এ কলেজটিতে বর্তমানে পাস কোর্স এবং ১৬টি বিষয়ের অনার্স মাস্টার্স বিভাগে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পাড়ি জমায় উচ্চশিক্ষা এবং ভালো ফলাফলের আশায়। প্রতি বছর এ কলেজ থেকে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান থেকে শুরু করে উল্লেখযোগ্য ফলাফল করলেও তারা বঞ্চিত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থেকে।

বিভাগীয় সমস্যা : প্রায় প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করলেন তাদের সেমিনারে বইয়ের অপর্যাপ্ততা নিয়ে। এক সময় অনার্স কোর্স তিন বছরের থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও চার বছরের অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। সে কারণে সিলেবাসের পরিধিও বেড়ে বইয়ের তালিকা বড় হয়েছে। সে তুলনায় সেমিনারে বইয়ের সংখ্যা বাড়েনি। রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সুজন, রনি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কিরণ, রানা জানালেন তারা বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী হলেও সারা বছর তাদের কোন ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। প্রতিবর্ষে বিএড পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে ব্যবহারিক পরীক্ষার আগ মুহূর্তে শুধু কয়েকটি ব্যবহারিক ক্লাস নেয়া হয় যা তাদের শেখার জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে তারা মনে করেন। তারা তাদের ল্যাবরেটরিগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবের কথাও বললেন। আবার পুরনো যন্ত্রপাতির অনেকগুলোও যে বিকল হয়ে আছে এ কথাও উল্লেখ করেন। কেউ কেউ শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

আবাসন সমস্যা : কলেজটির প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর শতকরা ৮০ ভাগই বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের। তাদের আবাসনের জন্য রয়েছে ছেলেদের তিনটি এবং মেয়েদের তিনটি করে হোস্টেলের ব্যবস্থা। যেখানে সর্বসাকুল্যে মাত্র ২০০ ছাত্র এবং ৪০০ ছাত্রীর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী থাকছেন বাসা ভাড়া করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে।

যাতায়াত এবং অন্যান্য সমস্যা : কলেজের দুটি শাখার একটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে; আরেকটি শহর থেকে একটু দূরে। যে কোন প্রয়োজনে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় আসতে-যেতে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ২৫ টাকা রিকশা ভাড়া গুনতে হয়। বিশেষ করে অফিসসংক্রান্ত কোন কাজ করতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে একবার প্রশাসনিক ভবনে ছুটতে হয় আবার একাডেমিক ভবনে যেতে হয়, যা তাদের জন্য চরম বিড়ম্বনার বলে তারা মনে করেন। কলেজটিতে রয়েছে পাঁচটি বাসের ব্যবস্থা; বাসগুলোতে এত বেশি ভিড় হয় যে, মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটে। বিভিন্ন বর্ষের মেয়ে শিক্ষার্থী রুমী, মাসতুরা, মিমি, মিলা, ফারহানা জানালেন, মেয়েদের জন্য মাত্র একটি বাস বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে, অন্য বাসগুলোতে উঠতে গেলে তাদের প্রতিনিয়ত ঝক্কি পোহাতে হয়। কলেজে নেই কোন ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা। এমনকি কলেজটির দুই শাখার এক শাখাতেও ক্যান্টিনের ব্যবস্থা নেই। কলেজ প্রাঙ্গণে নিজস্ব কোন ব্যাংক না থাকায় শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ অথবা ভর্তির সময় যে কোন প্রয়োজনে টাকা জমা দিতে ছুটতে হয় কলেজের বাইরে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : কলেজের বিভিন্ন সমস্যা এবং উত্তরণের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুল লতিফ বললেন, বিভিন্ন সময়ে কোর্স পরিবর্তনের কারণে সেমিনারে বইয়ের সাময়িক সংকট রয়েছে। তবে বই সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি আশা করছেন আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে কলেজটির প্রতিটি বিভাগের সেমিনার বইয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কলেজের সংসদ না থাকায় ফান্ডে যে অর্থ জমা হয়েছে তা দিয়ে নতুন দুটি বাস ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ছেলেদের নতুন একটি হোস্টেলের কাজ নির্মাণাধীন রয়েছে। তিনি জানালেন, ভালো শিক্ষার্থী তৈরির জন্য ভালো শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণে ৬৫টি পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি আরও বললেন, বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা পড়তে আসে ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিতে। কারণ এখানকার পড়ালেখার পরিবেশ অত্যন্ত ভালো। তবে এটা দুঃখজনক যে, এত বছরেও কলেজটির অনেক দিক দিয়ে কাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি। কলেজটির যাবতীয় সমস্যা নিয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়ে মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র জমা দেয়া হয়েছে।